দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG 13 1999 ..
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2 ......

১৫ ও ৭ দফা বাস্তবায়নে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা

ষ্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ১৫ ও ৭ দফা বাস্তবায়নে-আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। তাদের এই কর্মসূচী আগামী ২৫ আগস্ট থেকে পর্যায়ক্রমে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে, স্ব স্ব এলাকার সংসদ সদস্যদের কাছে স্মারকলিপি পেশ, থানা সদরে যৌথ সভা, কালোব্যাজ ধারণ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২ ঘন্টা কর্মবিরতি, থানা সদরে অবস্থান ধর্মঘট, জেলা সদরে প্রতীক অনশন।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এই ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, ১৫ দফা দাবি হচ্ছে শিক্ষকদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানসহ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য। আর ৭ দফা দাবি হচ্ছে, পাবলিক পরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধের জন্য।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, ১৫ দফার প্রথম দফায় বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের সরকারী কোষাগার থেকে ১০০ ভাগ দেয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেও, একটি মহল শত জুড়ে দিয়ে ১০০ ভাগ দেয়ার কথা বলছে। সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব স্পষ্টভাবে বলে দেন, কোন শর্ত আমরা মানি না। ৮০ ভাগ প্রাপ্ত সকল শিক্ষককে ১০০ ভাগ দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ফেডারেশনে শুধুমাত্র শিক্ষকদের দাবি আদায়েই সোচ্চার নয়, এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরি উন্নয়নের কথাও বলে আসছি। ফেডারেশনের পক্ষে তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান, শিক্ষকদের জন্য ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ করা হোক। পাশাপাশি মিনি পাবলিক সার্ভিসের ভাল ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের আহ্বান জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আমাদের শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে কোন দল বেচাকেনা করুক, তা আমরা চাই না, আর এটা হতেও দেব না। কারণ এটি একটি নির্দলীয় সংগঠন।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন. ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমান উল্লাহ, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ একে. এম জহিরুল ইসলাম, মহাসচিব মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া, বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ আলী আকবর খান ডলার ও মহাসচিব মোহাম্মদ তোয়াহাসহ অন্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, ১৫ ও ৭ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, বেসরকারী স্কুল কলেজ শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ১০০ ভাগ উন্নীত বিগত সরকারের আমলে প্রবর্তিত জনবল কাঠামো প্রত্যাহার, বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় অবসর গ্রহণ দাবি ও মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১৮টি জাতীয় করণকৃত মহিলা কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া বিকেন্দ্রীভাবে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, বর্তমানে পরীক্ষা পদ্ধতি আমুল সংস্কার করা।